দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR 4 1999
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

৬৯

লাগাতার ধর্মঘট আহবান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে

শামীমুর রহমান শামীম ॥ রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অব্যাহতভাবে লংঘন করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কর্তৃক বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করার ফলে এবং প্রশাসনের একগুঁয়েমি মনোভাবের কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গত (মঙ্গলবার) ভিসি অফিস ঘেরাও করে। ভিসিবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে ছাত্রদল আগামী ৬ মার্চ হতে ৭২ ঘন্টার (তিন দিন) সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বর্তমান ভিসির পদত্যাগের দাবীতে ছাত্রলীগ গতকালও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্রদল গতকাল সকাল ১১টায় অনুষদ ভবন হতে ভিসিবিরোধী মিছিল শুরু করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ভিসি অফিসে পৌঁছলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। প্রশাসন ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে পুলিশ সর্বসাধারণের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা প্রশাসন ভবন ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বিজ্ঞান অনুষদ ভাঙচুর করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেটে ছাত্রদল ইবি শাখা সেক্রেটারী এসএম গোলাম কবীরের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিন্সিপাল সোহরাব হোসেন, ছাত্রনেতা এমএ শামীম আরজু, সাইফুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান বাচ্চু, লিটন, আমিন প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, ইতোপূর্বে আলটিমেটাম দেয়া সত্ত্বেও প্রশাসন ছাত্র দলের দাবী না মেনে নেয়ায় এই ধর্মঘটের কর্মসূচী দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম সংযোজন না করা হলে বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করায় অতিরিক্ত পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে।